মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd December, 2020

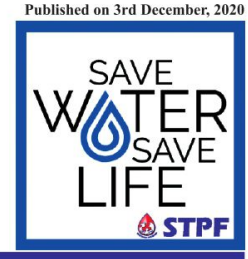

December, 2020 Volume-VI, Issue-X | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

শুভেচ্ছা

সুমধ্যমার সকল পাঠক-পাঠিকা, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভ্যানুধ্যায়ীদের জানাই শুভ দীপাবলীর আন্তরিক শুভেচ্ছা। সম্পাদক

এক পলকে দেশে

এবার প্রথম ভোট

জম্মু ও কাশ্মীর-কেন্দ্রশাসিত জম্মু-কাশ্মীরে প্রথমবার নির্বাচন হতে চলেছে এই বছর। 'পশ্চিম পাকিস্তান' থেকে আসা উদ্বাস্তুরা এই প্রথমবার ভোট দেবেন।

হালে ফিরছে

নয়াদিল্লি-দেশের বেহাল অর্থনীতি ছন্দে ফিরছে বলে ধারণা মোদী সরকারের। অক্টোবর মাসের পর থেকে বিদ্যুতের চাহিদা, রেলের পণ্য পরিবহন, গাড়ি বিক্রি, টোল আদায়, জি এস টি থেকে আয় এবং ডিজিটাল লেনদেনের সূচক সেকথাই বলছে।

বিহারে এন ডি এ

পাটনা-ম্যাজিক ফিগার ১২২ থেকে একটু বেশি পেয়ে বিহার বিধানসভার ভোটে ক্ষমতায় ফিরল এন ডি এ। বুথ ফেরত সমীক্ষা ভুল প্রমাণিত হল।

সব দখলে

নয়াদিল্লি-নেট দুনিয়ার খবর, বিনোদন—এবার সব কেন্দ্রীয় সরকারের নজরদারির আওতায় থাকবে। যাবতীয় অনলাইন কনটেন্টের ওপর নজরদারির দায়িত্ব হাতে তুলে নিল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক।

দেশে প্রথম মন্দা

নয়াদিল্লি-সরকারি তথ্য অনুযায়ী আর্থিক মন্দার কবলে পড়ল ভারত। জাতীয় পরিসংখ্যান দপ্তর সূত্রে বলা হয়েছে, জুলাই-সেপ্টেম্বরে দেশের জিডিপি-র সঙ্কোচন হয়েছে ৭.৫ শতাংশ।

১২ ঘন্টা কাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি-নতুন শ্রমবিধিতে শ্রমিকদের দৈনিক কাজের সময় ৯ ঘন্টা থেকে ১২ ঘন্টা করার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে ট্রেড ইউনিয়নগুলি। বিধিতে ৮ ঘন্টা কাজের কথাও বলা হয়েছে।

নতুন নির্দেশ

নয়াদিল্লি-গন্ডিবদ্ধ এলাকা চিহ্নিত করা এবং সেই জায়গাতে সংক্রমণ ঠেকাতে জোর দেওয়া হবে। করোনা নিয়ে এই নতুন নির্দেশিকা জারি করেছে কেন্দ্র।

চলে গেলেন ফেলুদা

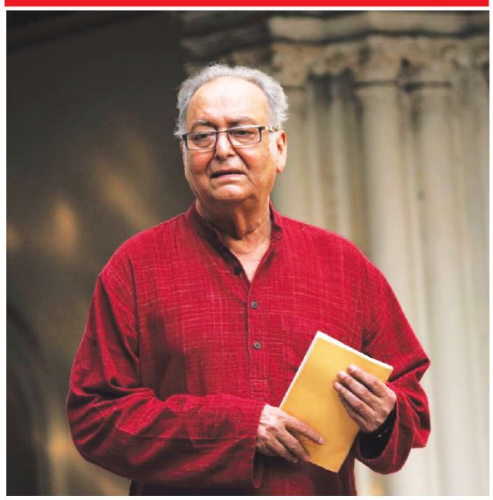

(১৯৩৫-২০২০)

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর নেই। করোনায় আক্রান্ত হয়ে ৬ অক্টোবর কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে ভর্তি হন। প্রয়াত হলেন ১৫ নভেম্বর সকালে। রেখে গেলেন স্ত্রী দীপা চট্টোপাধ্যায়, পুত্র সৌগত, কন্যা পৌলমী, নাতি-নাতনি ও দেশ-বিদেশ জুড়ে থাকা অসংখ্য গুণগ্রাহীকে। ৪০ দিন যুদ্ধ করার পর রণে ভঙ্গ দিলেন অভিনেতা (৮৫)।

'ফাইট কোনি ফাইট' বলে যিনি দর্শকদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সেই বাঙালির ফেলুদা, সত্যজিৎ রায়ের প্রিয় অভিনেতা, ক্ষিদ্দা, বাংলার সংস্কৃতি জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্রয়াত হলেন। সকলের প্রার্থনা ছিল, লড়াই জিতে তিনি ফের এসে দাঁড়াবেন নাটকের মঞ্চে, রূপোলি পর্দায় ভেসে উঠবে তাঁর অভিনয়, হল না শেষ রক্ষা। রবিবার ১৫ নভেম্বর দীপাবলির আনন্দকে ম্লান করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন তিনি। সমাপ্ত হল একটি যুগের। তাঁর মৃত্যুতে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী, টলিউড, বলিউড ও নাট্যজগতের বিশিষ্টরা সকলেই শোকজ্ঞাপন করেছেন।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে শুধু মহানায়ক বললে ভুল হবে। চলচ্চিত্র জগতে তিনি বরণীয়, স্মরণীয়। তাঁর সিনেমার অভিনয়, মানুষের স্বার্থে মানবিক আন্দোলন, নাট্যনির্দেশনা নিয়ে কোন কথা হবে না। চলচিত্রে অভিনয়ের তুমুল ব্যস্ততার মধ্যেও সমান গুরুত্ব দিয়ে অভিনয় করে গেছেন মঞ্চে, প্রায় অর্ধশতাধিক নাটকে। নাট্য নির্দেশনায় মন রেখেছেন প্রতিনিয়ত। রচনা করেছেন প্রায় ২৯টি নাটক। সমকালীন জীবনযন্ত্রণাকে তুলে নিয়ে এসেছেন ভিনদেশী নাটকের রূপান্তরে। যদিও তিনি বাংলা ছবিতে অভিনয় করেছেন তবুও বলতে হবে ভারতীয় ছবিতে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে একজন। সত্যজিৎ রায়ের অধীনে তিনি করেছেন ১৪টি ছবি। তিনশো'র বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন তিনি। দেশের 'পদ্মভূষণ', 'সঙ্গীত নাটক আকাদেমি', 'দাদাসাহেব ফালকে' সহ ফরাসি দেশের 'লেজিয়ঁ দ'নর' বহুবিধ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সমস্ত চরিত্র আজ বাঙালির মনের অন্তরে এবং মননে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব গণ্ডিকে অতিক্রম করে তাঁর চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে বাঙালির আইকন। একজন অভিনেতার তৃপ্তি এখানেই। একটা গোটা জাতি তাঁর সুস্থতা কামনা করেছেন। এই ভালোবাসা খুব কম মানুষই পান এই পৃথিবীতে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এমনই ভালোবাসার মানুষ।

ছবির বাইরে বিভিন্ন শিল্প আঙিনায় নিজেকে তুলে ধরেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। কবি, আবৃত্তিকার, নাট্যকার, নির্দেশক, শিক্ষক, সম্পাদক, অভিনেতা সমস্ত সত্তা মিলে তিনি ছিলেন একজন কমপ্লিট আইকন বা আইডল।

প্রয়াত বিশ্ব ফুটবলের রাজপুত্র মারাদোনা

বুয়েনস এয়ারস -ফুটবলের রাজপুত্র মারাদোনা প্রয়াত।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তাঁর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ গোটা পৃথিবী। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি অসুস্থ ছিলেন। মাথায় অস্ত্রোপচার হয়েছিল। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ফুটবল কিংবদন্তির এই প্রয়াণ অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না। অনেকেই বলছেন শেষের দিনগুলোতে মারাদোনা তার পরিবার এবং ঘনিষ্ঠদের কাছ থেকে কোনওরকম ভালবাসাই পান নি।

(বিস্তারিত খবর ৭-এর পাতায়)

টুইনডেমিক থেকে বাঁচতে ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি

সঞ্জীব আচার্য্য

করোনার অত্যাচার চলছেই। অতি মহামারিতে প্রথম স্থান আমেরিকা। মারণ ভাইরাসের সঙ্গে এবার সংক্রামক ফ্লু য়ের আতঙ্কও প্রবল হচ্ছে। আমেরিকায় এখন 'ফ্লু সিজন'। একদিকে করোনা, অন্যদিকে ফ্লু ভাইরাস একেই ডাক্তারি পরিভাষায় বলা হয় 'টুইনডেমিক সিচুয়েশন'। বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা শীতের সময় করোনা ভাইরাসের দাপট বাড়তে পারে। এই দাপটের সঙ্গে যদি ইনফ্লুয়েঞ্জার উৎপাত শুরু হয় তাহলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে।

টুইনডেমিক নিয়ে আতঙ্ক কেন ?

ঋতু বদলের সঙ্গে সঙ্গে জ্বর, সর্দি, কাশির হানায় সকলেই দিশেহারা। আছে নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট। আর ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরা পড়লেও তো কথাই নেই। এ এমন এক সংক্রামক ভাইরাস যা শরীরকে রীতিমতো নাস্তানাবুদ করে তোলে। ইনফ্লুয়েঞ্জা সমগোত্রীয় নয় করোনাভাইরাস কিন্তু রোগের ধরনে মিল আছে। ভাইরাল জ্বরে আক্রান্ত হলে করোনার সংক্রমণ শরীরে প্রবেশ করবার সুবিধে পায় বেশি। ফলে দুটি সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়তে পারে শরীরে। টুইনডেমিক হচ্ছে এমন একটা অবস্থা যেখানে এই দুই সংক্রামক ভাইরাসই যৌথভাবে আক্রমণ করবে।

শীতে ভাইরাস টেকে বেশিদিন

শীতকাল আর টুইনডেমিক এই দুটি নিয়েই এখন মাথাব্যথা। বিটা-করোনাভাইরাস পরিবারের সবচেয়ে সংক্রামক সদস্য হল সার্স-কভ-২। এই ভাইরাসে জিনের গঠন বিটা করোনা পরিবারের বাকি সদস্যদের থেকে আলাদা। এর ওপর ক্রমাগত জিনের গঠন বিন্যাস বদলে (জেনেটিক মিউটেশন) এই ভাইরাল স্ট্রেন আরও সংক্রামক হয়ে উঠেছে। মানুষের শরীরের ভেতরে ঢোকার কৌশল রপ্ত করে নিয়েছে। সার্স-কভ-২ ভাইরাল স্ট্রেনের ইনকিউবেশন পিরিয়ড বা টিকে থাকার সময় বাড়ে তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতার ওপরে। তাপমাত্রা যদি কম থাকে এবং বাতাস শুষ্ক হয় তাহলে ভাইরাল স্ট্রেন এয়ার ড্রপলেটে দীর্ঘক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে। ড্রপলেট বা জলকণা থেকে খসে গেলে মাটিতে বা কোন পদার্থের ওপরেও দীর্ঘসময় জমে থাকতে পারে। আবার তাপমাত্রা বাড়লে বেশিদিন এই ভাইরাল স্ট্রেন বেঁচে থাকতে পারে না।

টুইনডেমিক থেকে বাঁচুন
ফ্লু ভ্যাকসিন নিন

প্রতি বছরই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের দাপটে বিশ্বে বহু মানুষের মৃত্যু হয়। তাই ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়াটা খুবই জরুরি। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস করোনার মতো দ্রুত ছড়ায় না।

এরপর ২-এর পাতায়

এক পলকে রাজ্য

পৃথক পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি-মতুয়া, বাগদি, বাউরি-দুলে এবং মাঝিদের জন্য আলাদা আলাদা উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করবে রাজ্য। ৪ নভেম্বর নবান্নে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বৈঠক শেষে এখবর জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পথশ্রী প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের পথশ্রী প্রকল্পের কাজ কেন্দ্রের টাকায় হচ্ছে না। একথা জানিয়ে রাজ্য প্রশাসনের এক শীর্ষকর্তা জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের টাকার সংস্থান করা হচ্ছে রাজ্যের নিজস্ব ভান্ডার থেকে।

ছুটি কমল

নিজস্ব প্রতিনিধি-২০২১ সালে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের ছুটি কমছে। দোলযাত্রা, মহাবীর জয়ন্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, স্বাধীনতা দিবস রবিবারে পড়েছে। ফলে নতুন বছরে (২০২১) দুর্গাপুজোয় মাত্র ১৬ দিন ছুটি দিন পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

দূষণ নিয়ে পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি-শহরের রাস্তায় জল ছিটিয়ে ধুলো থেকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পাঁচটি 'ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার' গাড়ির উদ্বোধন করল রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত গাড়িগুলো প্রতিদিন শহরের ১০০ কিমি রাস্তায় জল দেবে।

বোঝা কমল

নিজস্ব প্রতিনিধি-এই রাজ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠক্রম কমানো হচ্ছে ৩০ থেকে ৩৫ শতাংশ। একথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

মন্ত্রীর পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্য সরকারের মন্ত্রীসভা থেকে ইস্তফা দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ইস্তফার পরে পরিবহণ সহ তাঁর হাতে থাকা অন্যান্য দপ্তরের দায়িত্ব আপাতত মুখ্যমন্ত্রী নিজের হাতে রেখেছেন।

ডিসেম্বরে নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় (টেট) সফল প্রার্থীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে ডিসেম্বর মাস থেকে। নিয়োগের জন্য নবান্ন থেকে ছাড়পত্র মিলেছে।

এখানে - ওখানে

নবারুণ সংঘের রক্তদান কর্মসূচী

নবারুণ সংঘের রক্তদান কর্মসূচীতে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজবল্লভ পাড়ার নবারুণ সংঘের পরিচালনায় ৮ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল রক্তদান উৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এলাকার বহু সাধারণ মানুষ শিবিরে এসে রক্তদান করেন। রক্তদান কর্মসূচীর প্রারম্ভে একটি ছোট অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। তিনি রক্তদানের উদ্দেশ্য, কোভিড অতিমারি এবং মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়া রোধ করার বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থাপন করেন এবং সাধারণ মানুষকে কোভিড নিয়ে সচেতন থাকার পরামর্শ দেন।

যৌথ উদ্যোগে রক্তদান কর্মসূচী পালিত হল

নিজস্ব প্রতিনিধি-উত্তর কলকাতার সভ্যবৃন্দ এবং রামদুলাল সরকার স্ট্রিট পল্লীবাসীবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হল রক্তদান কর্মসূচী। এই কর্মসূচীকে ঘিরে এলাকার মানুষের মধ্যে প্রবল উৎসাহ লক্ষ্য করা গেছে। প্রতিবছরই এই রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করে দুটি সংগঠন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই রক্তদান অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগন ও অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা বিশদে ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া থ্যালাসেমিয়ার মত মারণ রোগকে প্রতিহত করতে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর পরিকল্পনা করা দরকার বলে জানান তিনি। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এই মারণ রোগকে প্রতিহত করতে এবং সচেতনতা গড়ে তুলতে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানান তিনি রক্তদান কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি স্থানীয় ক্লাব সংগঠনগুলোকে অনুরোধ জানান। এই রক্তদান কর্মসূচীতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন সঞ্জীব আচার্য্য

করোনাকে রুখতে সংগঠনের প্রয়াস অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি-বছর শেষ হতে যাচ্ছে। অভিশপ্ত ২০২০। করোনার গ্রাসে আমরা হারিয়েছি অনেক মানুষকে। পাশাপাশি এই ভয়াবহ সংক্রমণকে প্রতিহত করতে সেই মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন পক্ষ থেকে শহর ও শহরতলীর বিভিন্ন ক্লাব প্রতিষ্ঠানকে স্যানিটাইজার, স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড এবং মাস্ক বিতরণ অনুষ্ঠান লাগাতার চলছে। সেইসঙ্গে এই সংক্রমণ থেকে মানুষকে বাঁচাবার স্বার্থে বিরামহীন সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দিচ্ছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। সম্প্রতি বাঙালির সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব দুর্গা পুজাতেও সংগঠনের পক্ষ থেকে সমগ্র শহর কলকাতা ও হাওড়াতে বিভিন্ন পুজা সংগঠকদের প্যান্ডেলে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে স্যানিটাইজার, স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড এবং মাস্ক। পরবর্তী দীপাবলীর উৎসবেও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন বসে নেই। শহরে ৯টি কালীপুজোর প্যান্ডেলে উদ্যোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে কোভিডের বিরুদ্ধে প্রাথমিক সাবধানতা অবলম্বন করার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

এবারের কালীপুজোয় নবযুবক সংঘ, রয়েল ক্লাব, নিউ ফাইট সংঘ, শরৎ সরণী মহিলা সমিতি, মুরারীপুকুর রোড আশার আলো, পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতি, বাবা ঠাকুরতলা সার্বজনীন কালীপুজো, নেতাজী তরুণ সংঘ এবং বেনিয়াপুকুর যুবক সমিতির পুজা মণ্ডপে আমন্ত্রণের নিরীখে উপস্থিত হন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা। পুজো উদ্যোক্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড, স্যানিটাইজার এবং মাস্ক প্রভৃতি । প্রত্যেকটি পুজো মণ্ডপে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সদস্যরা কোভিড সচেতনতা নিয়ে পুজো উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে দর্শনার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানান। আনলক পিরিয়ডের বিভিন্ন পর্বে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের এই মানবিক কর্মসূচীর ভূয়সী প্রশংসা করেন সকল পুজো উদ্যোক্তারা। তাঁরা সকলেই এই ধরনের কর্মসূচীতে ভবিষ্যতে জড়িত থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন।

ছবি-৮-এর পাতায়

টুইনডেমিক থেকে বাঁচতে ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া জরুরি

প্রথম পাতার পর

অসুখ ধরা পড়ে ২-৩ দিনের মধ্যে, সঙ্গে জ্বর, মাথাযন্ত্রণা, গলা ব্যথা, সর্দি-কাশি, পেশীর ব্যথা, খিঁচুনি এসব উপসর্গ দেখা দেয়। বাড়াবাড়ি হলে নিউমোনিয়ার পর্যায়েও চলে যেতে পারে। ফ্লু ভ্যাকসিন এক্ষেত্রে সুরক্ষা দেবে। এই উপসর্গগুলো করোনাভাইরাসের ক্ষেত্রেও রয়েছে। যদিও করোনা সংক্রমণে উপসর্গ দেখা দিতে সময় লাগে ৭-১৪ দিন, অথবা তারও বেশি। আর উপসর্গ দেখাই দেয় না। শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমে গিয়ে সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটারি সিন্ড্রোমে আক্রান্ত হয় রুগী। ফ্লু ভ্যাকসিন নেওয়া থাকলে, শরীরে যে অ্যান্টিবডি তৈরি হয়, তা দিয়ে এই রোগ থেকে কিছুটা নিস্কৃতি পাওয়া যেতে পারে। করোনাভাইরাসকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে না এই ভ্যাকসিন, তবে কোভিড সংক্রমণের কারণে যে রোগগুলো হয় বা আশঙ্কা থাকে তা থেকে সুরক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ঠিক এই সময়ে ফ্লু ভ্যাকসিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিশ্ব এইডস্ দিবস স্মরণে

নিজস্ব প্রতিনিধি- ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস্ দিবস। প্রতি বছর সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এই দিনে ব্যাপক কর্মসূচী পালন করে। এবছর কোভিড অতিমারির আবহে শুধুমাত্র ৫ ডিসেম্বর রক্তদান কর্মসূচী, সন্ধ্যায় সৌমিত্র স্মরণে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

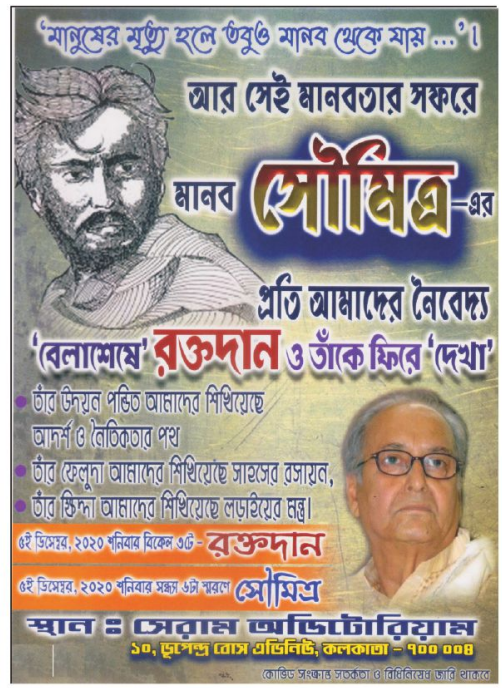

JR
JYOTEE
BASMATI RICE

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :
Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT

13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

ট্রাম্পকে হারিয়ে ক্ষমতায় বাইডেন সঙ্গে কমলা

বাইডেন এবং কমলা হ্যারিস

ওয়াশিংটন-আমেরিকায় ট্রাম্পের পালা শেষ। দেশের ৪৬ তম প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন জোসেফ রবিনেট বাইডেন জুনিয়র। প্রথম মহিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত কমলা হ্যারিস। আগামী বছর ২০ জানুয়ারি হোয়াইট হাউসে প্রবেশ করবেন জো বাইডেন। তিনি বারাক ওবামার জমানায় আট বছর ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মত হটপাট মন্তব্য করেন না। পেনসিলভেনিয়া, উইসকনসিন ও মিশিগান এই তিন প্রদেশের ভোট চিত্র ছিল ব্যাপক সংবেদনশীল। ২০১৬-র নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিলারি ক্লিন্টন এই তিনটি প্রদেশে জিততে পারেন নি। বাইডেন জিতে দেখালেন। প্রশান্ত মহাসাগর ঘেঁষা প্রদেশগুলিতে বাইডেন জিতেছেন। জেতার পর পাশে ভাইস প্রেসিডেন্টকে বসিয়ে বাইডেন বলেছেন, 'প্রেসিডেন্ট হিসেবে গোটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করাটাই প্রধান দায়িত্ব হবে আমার।' দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বাইডেন বলেন, 'অতিমারি রুখে দেশের সেবা করার সময় এটা। তাই সব রাগ, ক্ষোভ, বিবাদ ভুলে এখন সবাইকে একজোট হতেই হবে।' ফল ঘোষণার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হোয়াইট হাউস বরাবর রাস্তা এবং 'ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটার প্লাজা'-য় জনতার বিশাল ভিড় দেখা গেছে। স্লোগান উঠেছে—'না, না গুডবাই।' কেউ প্ল্যাকার্ডে লিখেছেন—'দুঃস্বপ্ন ঘুচল'।

ট্রাম্প সমর্থকদের একাংশ এখনও হার মানতে নারাজ। ফলাফল ঘোষণা হওয়ার পরেও ভোটচুরি বন্ধ করার জন্য ব্যানার নিয়ে তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। যদিও অশান্তির কোন খবর নেই। এখন দেখার ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া সহজে মিটছে কি না। আমেরিকার ভোট রাজনীতিতে একটা প্রথা প্রচলিত আছে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট হার স্বীকার করে জয়ী প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানান। পাল্টা জয়ী প্রেসিডেন্ট বিদায়ী প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানান। এবারে এসবের কোন বালাই ছিল না। একশো বছর আগে ৮ নভেম্বরে মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল আমেরিকায়। আর একশো বছর পরে ওই একই দিনে কমলা হ্যারিস ক্ষমতার অলিন্দে প্রবেশ করলেন।

হোয়াইট হাউসে ঢুকেই ট্রাম্প জমানার বেশ কয়েকটি নীতি বদল করে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন বাইডেন। আমেরিকা হয়ত প্যারিস চুক্তিতে সই করবে। কিছু মুসলিম দেশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হতে পারে। খবর আছে এইচ ১বি ভিসাধারীদের স্ত্রী অথবা স্বামীর চাকরি নিয়েও সুখবর থাকতে পারে। অভিবাসী পরিবারের মেয়ে কমলা হ্যারিসকে ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে বেছে নেওয়ার জন্য আমেরিকাবাসীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কমলা। জেতার পরে কমলা হ্যারিস বলেছেন, 'গণতন্ত্র ধরে রাখাটা আসলে এক নিরন্তর লড়াই। অনেক ত্যাগ আর কষ্ট জড়িয়ে থাকে পদে পদে। তবে এগিয়ে যাওয়ার আনন্দও থাকে সেখানে'।

বিচার শুরু সারকোজির

প্যারিস-তদন্ত সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য এক বিচারকের ওপর প্রভাব বিস্তারের অভিযোগে বিচার শুরু হল ফ্রান্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজির। প্রাক্তন প্রেসিডেন্টের কাছে এই বিচার প্রক্রিয়া একটি অশনি সংকেত। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, একটি নামকরা কোম্পানির কর্ণধারের কাছ থেকে বেআইনি অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি। পরবর্তীতে সেই মামলার গোপন তথ্য পেতে তিনি এক বিচারকের ওপর প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছেন। বরাবরই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে এসেছেন।

সাগর পারের টুকিটাকি

ফাইজারকে অনুমতি

লন্ডন-ফাইজার বায়োটেকের তৈরি করোনা প্রতিষেধককে অতি সত্ত্বর ছাড়পত্র দিতে চলেছে ব্রিটেন। আমেরিকাও জানিয়েছে, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময় থেকে সে দেশে করোনা টিকা প্রয়োগের কাজ শুরু হবে। ব্রিটেন ইতিমধ্যে ফাইজারকে করোনা প্রতিষেধকের ৪ কোটি ডোজের বরাত দিয়েছে। ব্রিটেন প্রশাসনের ধারণা, অন্তত এক কোটি ডোজ এখন পাওয়া যাবে। কোভিডের টিকা নিয়ে এখন সরব ইংল্যান্ড। সমস্ত স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলোতে ভিড় উপচে পড়ছে সাধারণ নাগরিকদের।

খুনের হুমকি

ঢাকা-হাতের সামনে পেলে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাকঁরকে খুন করবেন বলে প্রকাশ্যে হুমকি দিলেন বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ-৩ আসনের সাংসদ লিয়াকত হোসেন। তিনি বিরোধী জাতীয় পার্টির সাংসদ। একটি সমাবেশে বক্তৃতায় তিনি এই হুমকি দিয়েছেন। নিজের বক্তৃতায় ভিডিয়ো নিজেই সোশ্যাল সাইটে পোস্ট করেন লিয়াকত।

জঙ্গি হানা ভিয়েনায়

ভিয়েনা-একাধিকবার ফ্রান্সে আই এস জঙ্গিদের হানার পর এবার তাদের নিশানায় অস্ট্রিয়া। ২ নভেম্বর বিকেলে দেশের রাজধানী ভিয়েনা শহরের বুকে ছ'টি জনপদে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলা চালায় জঙ্গিরা। তাদের গুলিতে মৃত্যু হল দুই মহিলা সহ পাঁচজনের। জখম হয়েছেন একজন পুলিশকর্মীসহ সতেরো জন। এদের মধ্যে সাতজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। এছাড়া পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে 'আই এস সমর্থক' বলে চিহ্নিত কুড়ি বছরের একজন সন্দেহভাজন যুবক।

পাক নেতার বিরুদ্ধে

ইসলামাবাদ-পাকিস্তানে বিরোধী দলনেতা সর্দার আয়াজ সাদিকের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গের মামলা দায়ের করতে চলেছে ইমরান খানের সরকার। ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন সাদিক। তাঁর মন্তব্যকে ঘিরে উত্তাল হয় পাক প্রশাসন। সাদিকের বক্তব্য, পাকিস্তানে ইমরান সরকারের পুরনো অভ্যেস হল, বিরোধীদের সহজেই 'বিশ্বাস ঘাতকের' সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া। সাদিকের বক্তব্যকে সামনে রেখে ইমরান সরকার চাইছেন তাকে শাস্তি দিতে।

গ্রেটার মন্তব্য

গ্রেটা থুনবাগ ও ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন-ডোনাল্ড ট্রাম্প রাগে ফুঁসছেন। তাঁর লাইভ বক্তৃতা সম্প্রচার বন্ধ করে দিয়েছিল কয়েকটি টিভি চ্যানেল। এবার তাঁকে 'ঠান্ডা' হওয়ার পরামর্শ দিলেন সুইডেনের পরিবেশকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। ২০১৯-এর ডিসেম্বরে 'টাইম' ম্যাগাজিন গ্রেটাকে 'পার্সন অব দ্য ইয়ার' মনোনীত করার পরই ট্রাম্প তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। ১১ মাস পরে সেটাই ফিরিয়ে দিলেন গ্রেটা।

গদি ছাড়তে রাজি

ওয়াশিংটন-অনেক সময় পার করে শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। সরকারিভাবে ক্ষমতার্পণ করার জন্য 'যা যা প্রয়োজন' সেই প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশ দিলেন জেনারেল সার্ভিস অ্যাডমিনি স্ট্রেশনকে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, ট্রাম্প বুঝেছেন এসব করে লাভ কিছু হবে না। দেশের ১৬০ জন শিল্পপতিও চিঠি লিখে বাইডেনকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন। এদিকে নির্বাচনের পর থেকে চুপচাপ বসেছিলেন না বাইডেন। এবার থেকে জাতীয় নিরাপত্তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ গোপন গোয়েন্দা নথি জানানো হবে বাইডেন ও তাঁর ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে। এদিকে আবার ভোটে কারচুপির অভিযোগ নতুন করে তোলার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। বিশেষ করে পেনসিলভেনিয়ার ফলাফল নিয়ে তাঁর সন্দেহ রয়েছে।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

ইয়েলো ফিভার সম্বন্ধে জানতে চাই। আমরা বিদেশ যাব। তাই ইয়েলো ফিভারের ভ্যাক্সিন নিতে হচ্ছে।

শতদল রায়, হাওড়া

আফ্রিকার অনেক দেশ বা দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে গেলে ইয়েলো ফিভারের ভ্যাক্সিন নেওয়া আবশ্যিক, যাতে এই রোগ না হয়।

এই রোগ খুবই সাংঘাতিক, যা হয় ভাইরাস থেকে এবং মশার কামড়ের ফলে ছড়িয়ে পড়ে একজন থেকে আর একজনের দেহে। এই রোগ হয় আফ্রিকার কিছু অংশে এবং দক্ষিণ আমেরিকায়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জ্বর মাথাব্যথা, গা-হাত-পা ব্যথা, বমি প্রভৃতি খালি হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সাংঘাতিক উপসর্গ দেখা দিত পারে। যেমন—রক্তপাত, জন্ডিস, কিডনির শক প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটতে পারে। জন্ডিসের থেকেই এই রোগের নাম হয়েছে ইয়েলো ফিভার। এর নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। আনুষঙ্গিক উপসর্গের চিকিৎসা করতে হয়। সুতরাং প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন নেওয়া খুবই জরুরি।

প্রঃ আমার বিলিরুবিন লেভেল সবসময় একটু বেশী থাকে। অথচ কোনো সমস্যা নেই, আর সব পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট নরম্যাল। ডাক্তারবাবু বলছেন এটা গিলবিটস সিনড্রোম। এ সম্বন্ধে আলোচনা করলে বাধিত হবো।

সমীরণ দত্ত, লেক রোড

এই অবস্থা অনেকেরই হয়। এটা সাংঘাতিক কিছু রোগ নয়। সাধারণত রক্তপরীক্ষা করতে গিয়ে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রা বেশী দেখার পরই এটা ধরা পড়ে।

এটা হয় জিনগত পরিবর্তনের জন্য, যার ফলে লিভারে বিলিরুবিনের ভাঙ্গন কমে যায় এবং শরীরে বিলিরুবিন জমে যায়। সাধারণত কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে দুর্বলতা, বমি ভাব প্রভৃতি হতেও পারে। কখনও বা পেট ব্যথা হয়। চোখ, ত্বক, হলুদ হয়ে যেতে পারে।

নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই তবে এই রোগ হয়েছে বলা যেতে পারে। রক্তের হেপাটাইটিস বি, সি, সেরোলজি, আলট্রাসোনোগ্রাফি, লিভার স্ক্যান, লিভাব বায়োপ্সি প্রভৃতি করার দরকার হয়।

এর কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। বিলিরুবিনের মাত্রা অনেক বেড়ে গেলে ফেনোকরবিটাল দেওয়া হয় অনেক সময়। স্ট্রেস, শরীরে জলের অভাব (Dehydration), ঘুম না হওয়া, উপোস করা (fasting), খুব ঠান্ডা প্রভৃতি থেকে বিলিরুবিন বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এইসব এড়িয়ে চলতে হবে। জল খেতে হবে বেশী করে। ফল ও তাজা শাকসব্জী খেতে হবে। মাংস, ডিম, দুধের জিনিস, এসব কম করে খেতে হবে।

প্রঃ পেসমেকার কি এবং কেন প্রয়োজন ? *রঞ্জন দাশগুপ্ত, সল্টলেক*

উঃ পেসমেকার হল একটি ব্যাটারি চালিত ছোট যন্ত্র (Battery Operated Revice) যা আমাদের শরীরে স্থাপন করা হয় যখন কারও হার্ট ব্লক (Heart Block) থাকে।

হার্টের নিজস্ব পেসমেকার আছে, যার থেকে উদ্দীপনা (Impulse) তৈরি হয় এবং conduction system পুরো হার্টে ছড়িয়ে গিয়ে হার্ট সচল রাখে। প্রধানত SA Node থেকেই উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং AV Node-এর মাধ্যমে পুরো হার্টে ছড়িয়ে পড়ে।

যখন এই উদ্দীপনা তৈরি বা ছড়িয়ে পড়াতে বাধা সৃষ্টি হয়, তাকে হার্ট ব্লক (Heart Block) বলা হয়। মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (Skycope) প্রভৃতি এর উপসর্গ।

পেসমেকার একটি পার্লস জেনারেটর (pulse generator) থাকে, যা হার্টের জন্য উদ্দীপনা তৈরি করে। এটি ব্যাটারি চালিত এবং এর সঙ্গে লিড (Lead) যুক্ত থাকে। যা শিরার মধ্যে দিয়ে হার্টে প্রবেশ করিয়ে দক্ষিণ নিলয়ে স্থাপন করানো হয়।

যখন হার্ট ব্লক সাময়িক (Temporary) হয়, অথবা যখন স্থায়ী পেসমেকার বসানোর আগে কিছু সময়ের দরকার হয়, তখন অস্থায়ী পেসমেকার বসানো হয়।

স্থায়ী পেসমেকার বসানোর সময় বুকের একদিকে (সাধারণতঃ ডানদিকে) কলার বোনের নীচে খানিকটা কাটা হয়। ঐ জায়গা লোকাল অ্যানেথেসিয়া দিয়ে অবশ করে দেওয়া হয় এবং রোগী সজ্ঞানে থাকে। শিরার মধ্য দিয়ে লিডকে হার্টের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় এবং চামড়ার নীচে একটি জায়গা সৃষ্টি করে (pocket) সেখানে পালস জেনারেটার স্থাপন করা হয়।

প্রঃ কিলয়েড সম্বন্ধে জানতে চাই। এটা কি সারে ? *ঝর্ণা চ্যাটার্জি, বালি*

উঃ কিলয়েড হল একরকমের উঁচু হয়ে যাওয়া জিনিস, যা অনেকসময় কোন অপারেশনের জায়গা, ক্ষত, পোড়া জায়গা প্রভৃতি সেরে যাওয়ার পর সেই জায়গায় দেখা দেয়। সেরে যাওয়ার সময় কোলাজেন টিস্যুর আধিক্যের ফলেই এর সৃষ্টি হয়।

সাধারণত কোন ব্যথা বা চুলকানি হয় না। কিন্তু কিলয়েড বাড়তে থাকলে এসব হতে পারে। এর থেকে ক্যান্সার হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এর চিকিৎসা খুব একটা আশাপ্রদ নয়। অপারেশন করার পরও কিলয়েড ধীরে ধীরে ফিরে আসে। স্টেরয়েড ইনজেকশন করলে সাময়িক উপশম হয়। লেসার থেরাপি, রেডিয়ো থেরাপি, ক্রায়োসার্জারি প্রভৃতিও কাজে লাগতে পারে।

প্রঃ গল ব্লাডার পলিপ হলে কি অপারেশন করতেই হয়? এটা আসলে কি?

সুনন্দা দাশগুপ্ত, সল্টলেক

উঃ গল ব্লাডার বা পিত্তথলির গা থেকে যখন ভেতরের দিকে কিছু ফোলা অংশ বেড়িয়ে আসে, তাকে গল ব্লাডার পলিপ বলা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরমধ্যে থাকে শুধু কোলেস্টেরল। কিছু ক্ষেত্রে এর মধ্যে টিউমার কোষ থাকে যা বিনাইন বা ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে। মাত্র পাঁচ শতাংশ বা তারও কম ক্ষেত্রে পলিপ ম্যালিগন্যান্ট হয়। সাধারণত পলিপের ব্যাস ১ সেমি এর কম হলে ম্যালিগন্যান্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। অনেকেরই এই জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। অনেকক্ষেত্রেই কোন সমস্যা থাকে না, আলট্রাসোনোগ্রাফি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। কিছুক্ষেত্রে বমি বা বমির ভাব হতে পারে। পেট ফুলে যাওয়া বা রিফ্লাক্সও হতে পারে।

সম্পাদকীয়

আলো-আঁধারি

এই তো সেদিন আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশ মাথা পিছু জাতীয় আয়ের হিসেবে এগিয়ে ছিল। এখন আবার শুনছি ভারতের অর্থনীতি ঘুরে দাড়াতে শুরু করেছে। কয়েকটি সূচকের উলম্ফন হয়েছে ঠিকই কিন্তু এর মধ্যে আশার আলো খুবই কম। অন্ধকারের পর কিঞ্চিৎ আলোর প্রকাশ দেখেই ভারতীয় অর্থনীতি ঘুরে দাড়াবে-সেই আশা অনেকেই পোষণ করেন। জি এস টি আদায়ের পরিমাণ বেড়েছে, উৎপাদন ক্ষেত্রের মাত্রা উর্দ্ধমুখী, কিছু কিছু ভোগ্যপণ্যের চাহিদা না কি বাড়ছে, গাড়ি বিক্রিও হচ্ছে ভাল, বিদেশের লগ্নি আসছে, বিদ্যুতের চাহিদা বেড়েছে, কর্পোরেট সেক্টর না কি লাভের মুখ দেখতে শুরু করেছে। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকে তাই খুশির সুবাস। আবার একইসঙ্গে দেশের অর্থব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের পথে যে বাঁধাগুলো রয়েছে তাও দেখা যাচ্ছে। (ক) বেপরোয়া মূল্য বৃদ্ধি, (খ) কোভিড-১৯-র ধাক্কা। সেকারণেই অর্থব্যবস্থার জেগে ওঠা নিয়ে আনন্দ করার কোনও কারণ নেই, বরং অধিক পরিমাণে সতর্কতা নিয়ে চলার প্রয়োজনটাই বেশি। অবশ্য প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের মধ্যে ভারত ৫ লক্ষ কোটি ডলার আয়তনের অর্থব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অথচ এই দেশের চলতি আর্থিক বছরে অর্থনৈতিক আয়তন ১০ শতাংশ হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। দেশের আর্থিক পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা নিয়ে স্বভাবতই দেশজুড়ে একটা উন্মাদনা তৈরি হয়েছে।

অতিমারীর দোষ দিলে হবে না। অতিমারীর আগে থেকেই দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত সমস্যা চলে আসছে। এই ভঙ্গুর ও দুর্বল অর্থনীতির কাঠামোকে সামনে রেখে বেশকিছু নেতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে যা ভারতের অসংগঠিত ক্ষেত্রকে চুরমার করে দিয়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রও খানিকটা সংক্রমিত হয়েছে। ফলতঃ অতিমারী মিটে গেলে অর্থব্যবস্থার স্বাস্থ্য নিটোল হবে এরকম ভাবারও কোন কারণ নেই। যতদিন না অর্থনৈতিক কাঠামোর চিকিৎসা শুরু হচ্ছে এবং দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা চালু রাখা হচ্ছে ততদিন ভাল কিছু পাওয়ার আশা দূর অস্ত।

কোভিড-১৯-এর আগমনে দেশের অর্থনীতির চলন-বলনের কায়দাটা পাল্টেছে। সেকারণেই বৃদ্ধির হার বাড়লেই সব ক্ষেত্রগুলো ঘুরে দাঁড়াবে এটাও ঠিক নয়। ওয়ার্ক ফ্রম হোম এখন দস্তুর হয়ে দাড়িয়েছে। এই ব্যবস্থা যদি কোভিড-১৯-র সংক্রমণ কমে যাওয়ার পরেও থেকে যায় তাহলে অফিস কাছারি, হোটেল, রেঁস্তোরা, ভ্রমণ, পর্যটন সহ আরও অনেকক্ষেত্রে চরম বিপদের মুখে দাড়াবে। রিয়াল স্টেট তার একটা জলন্ত উদাহরণ। দিন আসে দিন যায়, সেলুলয়েডে গরীবের স্বপ্ন বিক্রি হয়, কিন্তু দেশ কবে আবার অর্থনৈতিক ভারসাম্যতে ফিরে আসবে তা নিশ্চিতভাবে বলা ভীষণ কঠিন।

তত্ত্বময়ী

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য

সাধনার সাধ্যতত্ত্ব কথায় বুঝাইবার উপায় নাই। যাঁহারা তত্ত্ব লইয়া এ বিচার, একবার সেই তত্ত্বময়ীকে ডাকিয়া প্রাণের কপাট খুলিয়া বল, মা গো। তুমি শ্রীকৃষ্ণের আরাধ্যা রাধা হও অথবা আরাধিকা রাধিকা হও—তোমার লীলা তুমি জান। লীলাময়ি মা। একবার এই নিভৃত হৃদয় নিকুঞ্জবনে স্ব-স্বরূপে দেখা দাও না। সঙ্গিনীকুল সঙ্গে করিয়া শ্যামাঙ্গে একাঙ্গ হইয়া একবার ত্রিভঙ্গিনী সাজিয়া দাঁড়াও। মদনমোহন-মনোমোহিনি! একবার ঐ ভুবনমোহন রূপের ছটায় হৃদয়বন আলো করিয়া দাও। আমি তোমার আলোকে তোমায় দেখিয়া গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করিয়া লই। শ্যামরঙ্গিনি। একবার শ্যামাঙ্গিনী সাজিয়া দাঁড়াও, গৌরি গো! আমাদের গৌরাঙ্গে শ্যামাঙ্গে সকল ভেদ ঘুচিয়া যাক। তুমি আপন মান আপনি ভাঙ্গ, আপনি গড়, আপন পায়ে আপনি গড়, রাইরূপে মান বৃদ্ধি ক'রে শ্যামরূপে মান ভঙ্গ কর, তুমি লীলাময়ী ব্রহ্মময়ী, তাই তোমার এ মান শোভা পায়। আমরা যে ঘোর মদান্ধ ভ্রান্ত জীব। আমরা মান গড়িতে জানি কিন্তু ভাঙ্গিতে জানি না। তাই মায়াময় জীব হইয়া ব্রহ্মময়ীর মানভঞ্জন বুঝিতে পারি না। যে তোমার মানভঞ্জন বুঝিয়াছে, তাহার জন্মের মত মান অপমান দুইয়েরই ভঞ্জন হইয়া গিয়াছে। ভবভঞ্জিনি! ভক্তহৃদয়রঞ্জিনি! নিত্যনিরঞ্জনি! তুমি শক্তিরূপিণী, শক্তি-মুক্তি বিধায়িনী, দয়া করিয়া তোমার তত্ত্ব বুঝিবার শক্তি দাও, আমরা ঐ ভক্তবাঞ্ছিত চরণাম্বুজে মান অপমানের অঞ্জলি দিয়া জন্মের মত অবসর লই।

হেনরি ফোর্ড	—	যদি মনে কর তুমি পারবে, কিংবা মনে করো তুমি পারবে না, দুই ক্ষেত্রেই সঠিক।
জোসেফ কনরাড	—	আর্থিক স্বচ্ছলতা বন্ধু আনে, কিন্তু ভালোবাসা আনে না।
ডেল কানেগী	—	আমরা যখন আমাদের কর্তব্য কর্মে অবহেলা দেখাই, কোন দায়িত্বকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করি না, তখনই অকৃতকার্যতা আসে।
ভলতেয়ার	—	যখন প্রশ্নটা টাকা পয়সার তখন সকলেরই এক ধর্ম।
সক্রেটিস	—	অন্যায় করে লজ্জিত না হওয়াটা আরেক অন্যায়।

মাসতামামি

ডিসেম্বর ১ — পাকিস্তানের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী হলেন বেনজির ভুট্টো ১৯৮৮।
ডিসেম্বর ২ — আমেরিকাতে মানুষের দেহে প্রথম কৃত্রিম হৃদযন্ত্র স্থাপন করা হল ১৯৮২।
ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যিক চুক্তি সাক্ষর হল ১৯৫৩।
ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনায় ২৫০ জন মানুষের মৃত্যু ১৯৮৪।
ডিসেম্বর ৩ — ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু ১৯৭১।
পাল হার্বার আক্রমণ করল জাপান ১৯৪১।
বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বোসের জন্ম ১৮৮৯।
ডিসেম্বর ৪ — সতীদাহ প্রথা বন্ধ করলেন লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯।
ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের জন্ম ১৮৮৮।
ডিসেম্বর ৫ — কার্টুন চলচিত্র প্রস্তুতকারক ওয়াল্ট ডিজনির জন্ম ১৯০১।
স্ট্যালিনের সংবিধান গৃহীত হল ১৯৩৬।
ডিসেম্বর ৬ — বাবরি মসজিদ ধ্বংস হল ১৯৮২।
বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল ভারত ১৯৭১।
ডিসেম্বর ৭ — প্রথম বাষ্পচালিত জাহাজ কলকাতা বন্দরে নোঙর করল ১৮২৫।
বাংলায় ন্যাশানাল থিয়েটার স্থাপিত হল ১৮৭২।
নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের জন্ম ১৯০০।
ডিসেম্বর ৮ — রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ করলেন বিপ্লবী বিনয় বাদল দীনেশ ১৯৩০।
আমেরিকা এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল জাপান ১৯৪১।
বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ (বাঘাযতীন) মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৭৯।
ডিসেম্বর ৯ — দুর্নীতি বিরোধী দিবস।
বেলুড়মঠ স্থাপিত হল ১৮৯৮।
অন্ধ কবি এবং সঙ্গীতকার সুর দাসের জন্ম ১৪৭৮।
সিপাহী বিদ্রোহের নেতা তুলারামের জন্ম ১৮২৫।
ডিসেম্বর ১০ — বিশ্ব মানবাধিকার দিবস।
নোবেল পুরস্কার চালু হল ১৯০১।
বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্ম ১৮৮৮।
অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থনীতিতে নোবেল পেলেন ২০১৯।
ডিসেম্বর ১১ — জার্মান এবং ইতালি আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ১৯৪১।
ডিসেম্বর ১২ — মৌলনা আবদুল হামিদ খান ভাসানির জন্ম ১৮৮০।
কবি বিমল ঘোষ (মৌমাছি)-এর জন্ম ১৯১০।
ডিসেম্বর ১৩ — লোকসভায় সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ ২০০১।
ডিসেম্বর ১৪ — প্রথম ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হল হাওড়া ও ব্যান্ডেলের মধ্যে ১৯৫৭।
কুমিল্লায় ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনসনকে হত্যা করল বিপ্লবী শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী ১৯৩১।
ডিসেম্বর ১৫ — ভেনাসের পৃষ্ঠ স্পর্শ করল সোভিয়েত রকেট ভেনেরা-৭, ১৯৭০।
ডিসেম্বর ১৬ — বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল পাকিস্তানি সৈন্যরা ১৯৭১।
লুডউইগ ভ্যান বিটোভেনের জন্ম ১৭৭০।
ডিসেম্বর ১৭ — দক্ষিণ আফ্রিকার বিপ্লবী সিমন বলিভারের মৃত্যু ১৮৩০।
অরভিলে এবং উইলবার রাইট ফ্লাইং মেশিনে ৫৯ সেকেন্ড চড়ে প্রথম বিমান আবিষ্কারের স্বপ্ন দেখালেন ১৯০৩।
ডিসেম্বর ১৮ — গোয়া দমন দিউকে পর্তুগীজ শাসনমুক্ত করতে ভারতীয় সৈন্যরা আক্রমণ শুরু করল ১৯৬১।
ডিসেম্বর ১৯ — কালাজ্বরের টিকা আবিষ্কারক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীর জন্ম ১৮৭৩।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনকে ইমপিচ করা হল ১৯৭৮।
ভারত-চিন যুদ্ধ শুরু ১৯৪৬।
ডিসেম্বর ২০ — ডঃ রজনী পাম দত্তের প্রয়াণ ১৯৭৪।
কলকাতায় প্রথম জাপানি প্লেনের হানা ১৯৪২।
ডিসেম্বর ২১ — ভারতের সৈফুদ্দিন কিচলু প্রথম লেনিন শান্তি পুরস্কার পেলেন ১৯৫২।
ডিসেম্বর ২২ — গণিতবিদ শ্রীনিবাস রামানুজমের জন্ম ১৮৮৭।
ভিয়েতনাম পিপলস্ আর্মি গঠন হল ১৯৪৪।
ডিসেম্বর ২৩ — রাইখস্ট্যাগে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ডিমিত্রভের জামিন হল ১৯৩৩।
মিখাইল গর্বাচভ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিলেন ১৯৯১।
বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা হল ১৯০১।
ডিসেম্বর ২৪ — কলকাতায় প্রথম মেডিকেল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ১৮৯৪।
কোচিনে মারা গেলেন ভাস্কো-দা-গামা ১৫২৪।
ডিসেম্বর ২৫ — স্যার আইজাক নিউটনের জন্ম ১৬৪৩।
মহম্মদ আলি জিন্নার জন্ম ১৮৮৬।
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের জন্ম ১৮৬১।
ডিসেম্বর ২৬ — মাও সেতুং-এর জন্ম ১৮৯৩।
সুনামি ২০০৪।
ডিসেম্বর ২৭ — বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করা হল ২০০৭।
উর্দু কবি মির্জা গালিবের জন্ম ১৭৯৭।
ডিসেম্বর ২৮ — ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ১৮৮৫।
ডিসেম্বর ২৯ — দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার উদ্বোধন ১৯৫৯।
কলকাতায় মেট্রো রেলের কাজ শুরু হল ১৯৭২।
ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীর জন্ম ১৮৭৩।
ডিসেম্বর ৩০ — ঢাকায় মুসলিম লিগ গঠন করা হল ১৯৪০।
ব্রিটেনের রানী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে স্বীকৃতি দিলেন ১৫৯৯।
ডিসেম্বর ৩১ — একই দিনে পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ হল ২০০৯।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমস্ত লেখার ওপর থেকে কপি রাইট উঠে গেল ২০০১।

দারুণ টি-টোয়েন্টি

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই বিভিন্ন ধরনের ইকুয়েশন ভেসে উঠছে চোখের সামনে। একদল আরেকদলের নেতাদের ভাগিয়ে নিজের দলে ঢোকাতে চাইছেন, কেউ ছুটে যাচ্ছেন প্রশাসনের সদর দপ্তরে অথবা দলীয় কার্যালয়ে নিজের পায়ের মাটি শক্ত করতে। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অফার। এই গোটা ব্যাপারটা দেখে আইপিএল এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে এখন টানটান উত্তেজনা। বাণিজ্যিকভাবে ক্রিকেট দল গঠন করার সময় খেলোয়াড়দের ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং এছাড়া নজর এড়িয়ে স্লেজিং দক্ষতার নিরীখে দাম নির্ধারিত হয়। রাজনীতিতে রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রেও ওই একই ফর্মুলা প্রযোজ্য। আইপিএল বা টি-টোয়েন্টিতে দেশ বা জাতির প্রতি খেলোয়াড়দের আনুগত্যের ব্যাপারটা চেপে রেখে দর হয়ে ওঠে মূল লক্ষ্য। ভারতে তথা বাংলায় রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের পরিযায়ী নেতা-নেত্রীদের আচরণ দেখে তেমনি একটা ধারণার উদ্ভব হচ্ছে।

এককালে যিনি সাধারণ মানুষের টাকা আত্মসাৎ করে জেল খাটলেন এখন আবার তিনি দলের প্রবক্তা। আবার যিনি ছিলেন মূল অভিযুক্তের একজন তিনি আবার ক্ষমতাশীল দলের একটা বেশ দামি চেয়ারের মালিক হয়ে বসে আছেন। গিরগিটির মতো রং বদলানো চলছে। আদর্শ, নীতিতে এখন পেট ভরে না। মূল লক্ষ্য হচ্ছে যেমন করেই হোক জিততে হবে। প্রতি বলে ছক্কা মারতে হবে, বিপক্ষ দলের উইকেট তুলে নিতে হবে— তাহলেই তো দর বাড়বে। অবশ্য উলটো ছবিটাও রয়েছে। ক্রিকেটে দল গঠনের সময় খেলোয়াড়দের নিলামে কত দর উঠল তার মধ্যে কোনও লুকোছাপা নেই। কিন্তু এদেশের রাজনীতিতে নেতাদের দর মোটেই জানা যাবে না। রাজনীতিতে কেনাবেচাটা খুব গোপনেই হয়ে থাকে। যদিও ইদানিং বিজ্ঞাপনের ঢংয়ে বিভিন্নরকম প্রচার চলছে। যেমন—কোন নেতার জন্য দলের দরজা খোলা রাখা হয়েছে বলে জনসভায় বক্তৃতার মধ্যে ছোট্ট করে বিজ্ঞাপন দেওয়া চলছে অথবা দলের বৈঠকে কোন নেতার নাম না করে বলা হচ্ছে 'উনি যখন বুঝবেন তখন ঠিক আসবেন'। আবার কর্পোরেট স্টাইলে নেতার বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন কেউ কেউ। আবার নেতাকে নিজের বাড়িতে নেমতন্ন করে কেউ খাওয়াচ্ছেন। হেভি ওয়েট নেতারা উড়ে এসে দোদুল্যমান নেতার মাথায় আশীর্বাদ বর্ষণ করে যাচ্ছেন। তবে ক্রিকেট যেমন অনিশ্চয়তার খেলা রাজনীতিটাও ঠিক তেমনি।

পুরুষরা কি সম্পূর্ণ স্বাধীন— ?

রীনা ঘোষাল

প্রাচীনকালে নারীরা অন্দরমহলে থাকলেও তাঁদের মধ্যে বেশকিছু নারীরা ছিলেন বিদুষী, মহিয়সী ও বীরাঙ্গনা। যেমন বৈদিক যুগে গার্গী, মৈত্রেয়ী, অপলা এবং যুগ যুগ ধরে বহু খ্যাতনামা ও যশস্বী নারীরা ছিলেন যারা ভারতবর্ষকে ধন্য ও মহিমান্বিত করেছেন। এবং আজও নারীরা শুধু ভারতবর্ষ কেন সারা বিশ্বের মুখ উজ্জ্বল করে চলেছেন। তখন সর্বসমক্ষে সমস্ত নারী জাতি

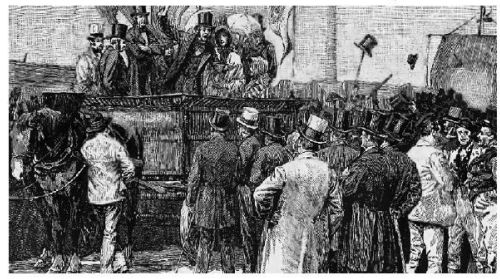

হয়ত তাঁদের অধিকারের স্বপক্ষে সোচ্চার হতে পারেননি কিন্তু সেই যুগেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীরা স্বাধীনভাবে তাঁদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে, ভাললাগা, মন্দলাগা বা তাঁর নিজস্ব মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পেতেন। কিন্তু তুলনামূলকভাবে সংখ্যাটা একটু কম ছিল। আজকাল আমরা নারীরা সবদিক থেকে অনেক স্বাধীনতা অর্জন করেছি মানে পড়াশুনা, খেলাধূলা, বিভিন্ন কাজে যোগদান করা, বিভিন্ন ধরনের পেশায় চাকরি করা, খোলামেলা কথা-বার্তা বলা, সাজ-সজ্জ্যা, পোশাক-পরিচ্ছদে নিজস্ব মতামত ও ধ্যানধারণা সবকিছু প্রকাশ করার সুযোগ পাই।

আজকাল মহিলারা যেমন সর্বত্র নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন তেমনি পুরুষরাও তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করেন। মহিলাদের ক্ষেত্রে যেমন শ্লীলতাহানি, ধর্ষণ, খুন, পুড়িয়ে মারার ঘটনা ঘটছে পুরুষদের ক্ষেত্রেও খবরের কাগজ খুললে দেখা যায় বা শোনা যায় কোন যুবককে সন্দেহের বশে পিটিয়ে মারা হয়েছে। হিংসা ও রেষারেষির শিকার হয়ে কোন যুবককে প্রাণ দিতে হচ্ছে কিংবা প্রাণের বন্ধু একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে নৃশংসভাবে হত্যা করছে। আসলে সামাজিক বিপর্যয় বা সামাজিক অবক্ষয়ের কারণে আজকাল কি নারী কি পুরুষ আমরা কেউ সম্পূর্ণ স্বাধীন, সুরক্ষিত বা নিরাপদ নই।

সবশেষে আমার মনে হয় স্বাধীনতা মানে পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান থাকা উচিত। নারী ও পুরুষ একে অপরের পরিপূরক। নারী ব্যতীত পুরুষ যেমন অসমাপ্ত তেমনি পুরুষ ছাড়া নারী অসম্পূর্ণ। কোন পুরুষ যখন উন্নতি ও খ্যাতির চূঁড়ায় পৌঁছন দেখা যায় সেই সাফল্যের পেছনে প্রচ্ছন্নভাবে কোন না কোন একজন নারীর-যেমন সেই পুরুষটির স্ত্রী কিংবা মা বা বোন অথবা প্রেমিকার বিরাট ভূমিকা থাকে। আবার দেখা যায় কোন নারীর অগ্রগতির আড়ালে তার পিতা বা স্বামীর অনেকটা উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা থাকে। সুতরাং কোন পুরুষ যেমন নারীর উৎসাহ এবং ভালবাসা ছাড়া এগোতে পারেন না তেমনি কোন নারী পুরুষদের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়া এগোতে পারেন না।

অতএব স্বাধীনতা যেন সীমা পার করে না যায় সেদিকে প্রত্যেকটি মানুষকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে। কোন মানুষ যখন স্বাধীনতার নামে স্বৈরাচারী হয়ে ওঠেন বা স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন তখনই বিপদ ঘটে। সমাজে অন্যায়, উচ্ছৃঙ্খলতা, অরাজকতা বেড়ে যায়, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং স্বাধীনতার সীমারেখা বা সীমাবদ্ধতা বজায় থাকলেই আমরা মানুষরা পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করতে পারবো এবং পরাধীনতার গ্লানি ভুলে সবাই স্বাধীন থাকতে পারবো।

(সমাপ্ত)

ক্ষুধা সূচকে ভারত ১০৭ দেশের মধ্যে ৯৪ স্থানে

কিশোরকুমার বিশ্বাস

বিশ্ব ক্ষুধা সূচকে ভারত আরও পিছিয়ে গিয়ে ৯৪তম স্থানে নেমে এল। গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স ২০২০-র রিপোর্ট কয়েকদিন আগেই বেরিয়েছে। মোট ১০৭টি দেশের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। এত নীচে স্থান হওয়ার অর্থ হল ভারতের তার সাধারণ জনগণকে পর্যাপ্ত পুষ্টিযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করতে পারছে না। আরও অবাক ব্যাপার ভারতের চেয়ে বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান সকলেই উপরে। একটা লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা সংক্রান্ত সমস্যাটি একেবারে নির্মূল করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে। অথচ পরিস্থিতি অনুযায়ী তা যে পূরণ করা সম্ভব নয় তা অনেকেই মনে করেছেন।

ক্ষুধা সূচকটি কী ?

তিনটি বিষয়কে নিয়ে ক্ষুধা সূচক তৈরি করা হয়। একটি হল সাধারণ জনগণের শারীরিক পুষ্টি লাভ, শিশুদের পুষ্টির বিষয় এবং শিশু মৃত্যু। এরজন্য চারটি ইনডিকেটর আছে। (১) সাধারণ মানুষের কত শতাংশের যথাযথ পুষ্টি লাভ হয়। (২) কত শতাংশ শিশুর উচ্চতার তুলনায় কম ওজনের (৩) কত শতাংশ শিশুর বয়সে তুলনায় কম উচ্চতা সম্পন্ন এবং (৪) পাঁচ বছরের মধ্যে শিশুর মৃত্যুর হার। এইভাবে ১০০ পয়েন্টের ১ স্কেলে এটা মাপা হয়। যদি সূচকের মান ০ হয় তবে বলা হবে ক্ষুধার কোন সমস্যা নেই। আবার যদি কোন দেশ ১০০ অর্জন করে তার অর্থ একেবারে খারাপ।

ভারতের অবস্থান

ক্ষুধা সূচককে ভারতের স্থান ২৭.২। তুলনীয় দেশের মধ্যে পাকিস্তান ৮৮ তম, মায়ানমার ৭৮ তম, বাংলাদেশ ৭৫তম, নেপাল ৭৩তম এবং শ্রীলঙ্কা

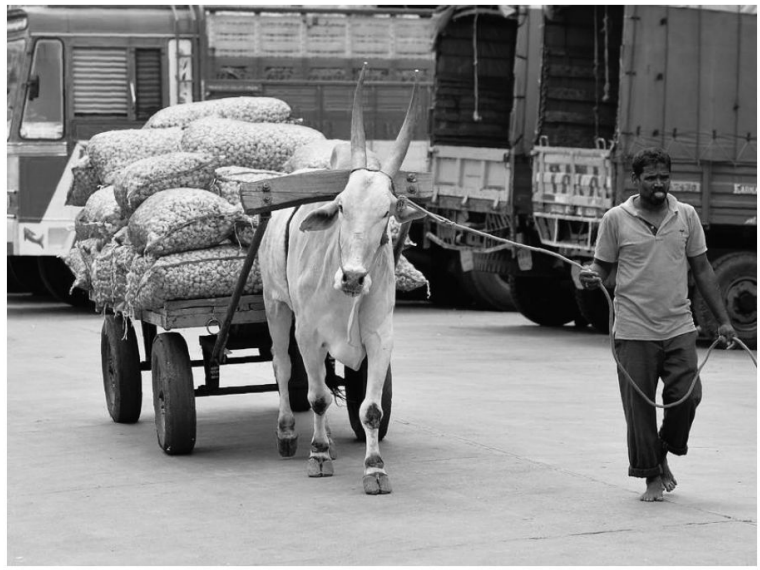

৬৪তম। এটা কিন্তু মনে করার কারণ নেই যে ভারতে খাদ্যে উৎপাদন কম। চাল ও গম মিলিয়েই মোট জমা আছে ৭০০ মিলিয়ন টন। প্রয়োজনের তুলনায় এটা দ্বিগুণেরও বেশি। তবে প্রশ্ন ভারত কেন ক্ষুধাসূচকে পিছিয়ে পড়ছে। একটু ভেঙে দেখলে দেখা যাবে ২০০০ থেকে ২০২০-র মধ্যে এই বিষয়ে ভারতের উন্নতি হয়েছে মাত্র ০.১% বেড়ে ২৭.২%। কিন্তু ঐ সময়ে বাংলাদেশের উন্নতি হয়েছে ৪২.২ % বেড়ে ২০.৪%। এই বিষয়ে ইকনোমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলির ২৪ শে অক্টোবর ২০২০-এর ৪-র পাতায় দেখানো হয়েছে ইউ পি সরকারের সময় ৪৮.২% বেড়ে ২১.৯ % হয়েছে। অথচ এনডিএ সরকারের আমলে উন্নতিতে মন্দা আসে। প্রায় ২.১% এর মতো এবং দাড়ায় ৭.২%।

ভারতে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্য সরবরাহে বিশ্বে অগ্রণী

এটা মনে রাখতে হবে যে, ভারতের প্রায় ৮০ কোটি মানুষকে ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করা হয়। পৃথিবীতে এত বড় মাপের খাদ্যভর্তুকি ব্যবস্থা আর কোন দেশে নেই, তবে কেন ক্ষুধা সূচকে ভারত এত পিছিয়ে? অনেকে মনে করেন ভারতে কেবল কার্বোহাইড্রেটযুক্ত সাধারণ খাবারই যোগান দেওয়া হয়। তাতে হয়তো পেট ভরতে পারে কিন্তু অতিরিক্ত পুষ্টির জন্যে প্রোটিনযুক্ত খাদ্য ডিম, মাংস বিভিন্ন তরিতরকারী প্রভৃতি সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে তাই পুষ্টিযুক্ত বিশেষ খাবারের যোগান বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী ১৮টি বায়ো ফর্টিফায়েড খাদ্য তৈরির পরিকল্পনা চালু করেছেন। কিন্তু এই খাদ্য এখনও বিশ্বে খুব প্রচলিত নয়, তাই এর সফলতা বিষয়ে সন্দেহ আছে।

নতুন অভিজ্ঞতা

ভারতে চালু আছে ১০০ দিনের কাজের প্রোগ্রাম। এর ফলে মানুষের কি কি লাভ হয়েছে তা ১ বড় মাপের সার্ভে হয়েছে। মাথাপিছু মাসিক খাদ্যের ওপর খরচের হিসাব থেকে দেখা গেছে ২০০৪-০৫ সালের ১০০ দিনের কাজ যখন ছিল না তার ২০১১-১২ সনের হিসাবে যখন ১০০ দিনের কাজ পুরোমাত্রায় চালু হল তাতে দেখা যাবে সাধারণ গরীব মানুষ বিশেষ করে গ্রামের মানুষের খাদ্যের মান অনেক অনেক ভালো হয়েছে। তাই মানুষের আয় বাড়ানোর পরিকল্পনায় ক্ষুধা সূচককে ভাল করার জন্য নিতে হবে। তার সাথে ভাল খাদ্য ব্যবস্থা এবং শিক্ষার প্রসার চাই।

জীবনের পরিবর্তন এনেছে লকডাউন

পারিজাত বোস

এক স্কুল টিচার বন্ধুর ছেলে বিএসসি অনার্সে প্রথম বর্ষের ছাত্র। বন্ধু এবং তাঁর সহধর্মিনী এতদিন ছেলেকে ঘরের কোন কাজ করতে দেয় নি; শুধু লেখাপড়ায় ব্যস্ত থেকেছে ছেলে। এই লকডাউনে সেই বন্ধুর চাকরি চলে গেছে। পড়াশুনোর খরচ চালাবার জন্য ছেলে এখন নিজেই টিউশন করতে শুরু করে দিয়েছে। ছেলের বাবা তার বন্ধুর কাছে সেই দুঃখের কথা বলতে থাকেন। বাধ্য হয়ে আমি তাকে বললাম, উন্নত দেশগুলিতে কলেজে পড়া ছেলেমেয়েরা নিজেদের লেখাপড়ার খরচ সহ অন্যান্য খরচ চালাবার জন্য কিছু না কিছু কাজ করে। ফলে এই কাজ করার জন্য লজ্জা পাওয়ার কোনও জায়গা নেই। পরিশ্রম করছে তার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করছে। লকডাউনে অনেক কিছু খারাপের মধ্যে এটা একটা ভাল দিক। যে কাজগুলো পরে করাটাই স্বাভাবিক অথবা নিজে থেকেই করা উচিত বা কখনও করতে পারেনি—অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত আমাদেরকে সমস্যার সামনে দাড় করিয়ে দিয়েছে সমাধানের জন্য। তিন মাসের লকডাউন আর তারপরে আরও পাঁচ মাসের প্রলম্বিত 'অ-স্বাভাবিকতা' মধ্যবিত্ত পরিবারের পুরুষকে ঘরের কাজ করতে বাধ্য করেছে। যেমন—অল্পবিস্তর বাসন মাজা, কাপড় কাচা, রান্নবান্না করে দেখা গেল পুরুষরাও 'দশভূজা' হতে পারে।

এই লকডাউন মানুষকে জীবিকা বদলাতে সাহায্য করেছে। পাড়ায় যে ছেলেটা বেসরকারি বাসে কন্ডাক্টরি করত, সে এখন ঠ্যালা গাড়িতে করে তরকারি বিক্রি করছে। কলসেন্টারে কাজ হারানো পাড়ার বোনটা ইন্টারনেটে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা শুরু করেছে। বাসস্ট্যান্ডের সামনে ফাস্ট ফুডের স্টল চালানো পাড়ার দাদা এখন পনির বিক্রি করছেন। এসব দেখে শুনে নিবিড় একটা আত্মোপলব্ধিও হচ্ছে। শ্রমিকদের পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, মমত্ববোধ তৈরি হয়েছে। এটা কিন্তু কোন পলকা ব্যাপার নয়। দর্জি থেকে মাছ বিক্রেতা হয়ে যাওয়াতে আমার এক বন্ধু ইয়ার্কির ছলে বলেছিল, 'চিরকাল ভেবে এসেছি বাজারে মাছ ওয়ালাদের কত টাকা। কিন্তু এখন ভোরে অন্ধকার থাকতে ঘুম থেকে উঠে দশ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে মাছ কিনে এনে সেই দুপুর পর্যন্ত ঠায় বসে মাছ বিক্রি করতে হচ্ছে।' এবার কষ্টটা বুঝতে পারছি। যাইহোক এই লকডাউন শিক্ষা দিয়েছে যে মাছ ব্যবসায়ীকেও একটু অন্য নজরে দেখা উচিত। সংসারে বারো ভূতের কাজের মধ্যে আমাদের অনেকের শিল্পীসত্তাগুলোতে মরচে ধরে গিয়েছিল। এবার তাতে কিছুটা জলমাটি পড়ল। লকডাউন হয়েছিল বলেই ধুলো ঝেড়ে হারমোনিয়ামটা

বাস্ক থেকে বার করে একটু সপ্তসুরটা ভাজতে পারলাম। ইজেলের ওপর ড্রয়িং শিট লাগিয়ে দু-একটা ছবিও এঁকেছে কেউ কেউ। পাশের বাড়ির মালতি বৌদিকে দেখলাম হঠাৎ ঘুঙুর পরে ঘরে নাচছেন। সবই নতুন সৃষ্টি। এসবই ভরা থাকবে মনের মণিকোঠায় আর কিছু স্মৃতিসুধায়।

আমরা সততই অনেক কিছু ভুলে যাই। আবার অনেক কিছু তাৎক্ষণিকভাবে বিচার করি। অতীত থেকে শিক্ষা নেওয়ার ব্যাপারটা আমাদের মধ্যে নেই। এই অতিমারি প্রবণ পরিস্থিতিতে সরকারি হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা সবাই গট গট করে বেসরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রশংসা করেছি। ঠিক এভাবেই আমরা হয়ত এসময়কার অভিজ্ঞতাগুলো ভুলে যাবো। যেমন করে আমরা দেখেও না দেখার ভান করি। নারীদের ঘরের কাজকর্ম করার মূল্য দিতাম না। ভুলে যাব খেটে খাওয়া মানুষের জীবন যন্ত্রণা। ভুলে যাব শিল্পচর্চাটা শৌখিন ব্যাপার নয়, ঘষামাজার ব্যাপার রয়েছে, সাধনার সম্পত্তি।

এই অতিমারি আর লকডাউন যে একটা ভয়াবহ আকালকে টেনে আনতে পারেনি তার একটা প্রধান কারণ, পাড়ায় পাড়ায় কমিউনিটি কিচেন খুলে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের বাড়িতে খাবার এবং ওষুধ পৌঁছে দেওয়া, অসুস্থকে হাসপাতালে ভর্তি করার মতো একটা সমান্তরাল ব্যবস্থা চালিয়ে গেছে কিছু শুভবুদ্ধি মানুষ। রেশনে সরকার বিনামূল্যে চাল দিয়েছে। গোটা লকডাউন পর্ব জুড়ে সাধারণ মানুষরা একটা ব্যবস্থা চালু রেখেছে। কারণ পরিস্থিতি তাদের অ-সাধারণ করে তুলেছিল। এমনও দেখেছি কর্মহীন প্রতিবেশির আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য চুপচাপ তাদের হাতে টাকা গুজে দিয়েছেন কিছু মানুষ। অথবা চাল, ডাল, আনাজ ভর্তি ব্যাগ নিঃশব্দে রেখে এসেছেন তাদের দুয়ারে। সরকারি হাসপাতালে রোগির পরিজনদের জন্য লাগাতার কমিউনিটি কিচেন চালিয়ে গিয়েছেন একদল যুবক। এরজন্য তারা সব রাজনৈতিক দলের নেতা বিধায়কদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। আবার বলতে শুনেছি এক রাজনৈতিক নেতাকে, 'আগে মানুষ বাঁচুক, রাজনীতিটা বুঝে নেব ময়দানে।'

নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে সভ্যতা আবার চলতে শুরু করেছে। এই সভ্যতা স্থির হয়েছিল সাত মাস। এই অনাহূত, অনাঘ্রাত উপলব্ধিগুলো আমাদের হৃদয়ের সেফটি লকারে ধরে রাখতে পারবো তো! না কি ব্যস্ততার অজুহাতে লকারের ফোকল গলে তা হারিয়ে যাবে সিঁকি বা আধুলির মতো।

কবিতা

বড় পাপ করেছি

অনির্বাণ কর

বড় পাপ করেছি হে
তাই নোভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত বিশ্বে
লকডাউনের বাজারে মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে
ঘন্টার পর ঘন্টা বাসের জন্য
বাস আসছে, হাত দেখাচ্ছি, দাঁড়াচ্ছে না।
বড় পাপ করেছি
তাই অফিস বাসরুটের শুরুতে বা শেষে
নয়
বড় পাপ করেছি বলে মাইলের পর মাইল হাঁটছি বা
একগাদা টাকা গলে যাচ্ছে চাকরি বাঁচাতে।
বড় পাপ করলে জরুরি পরিষেবায় কাজ
করতে হয়, যেখানে ছুটি মেলা ভার।

সমস্ত প্রতিকূল পরিবেশকে দূরে ঠেলে
নিজেকে এবং ঘরকে বাঁচাতে
মুখে রক্ত তুলে ঘরে-বাইরে লড়ে যাচ্ছি
বড় পাপ করেছি বলে।

বিচার কই

অদৃশ্য নাথ

মানবতা হল পরম ধর্ম
মানুষ কি বোঝে সেই কথা?
হৃদয় মাঝে গরল নিয়ে
বলছি সবাই মানবতা!

আমরা সবাই ভাঙ্গতে দৃঢ়
জোড়ার কথা ভাবছি কই?
গাছের ডগায় তুলে দিয়ে
সরিয়ে নিচ্ছি পায়ের মই!

সাধুর বেশে ঘুরছে খুশি
দেশের কঠোর আইন ভাই!
লুঠতে পারো দু-হাত ভরে
লুঠের কোন সাজা নাই!

দেশের বুকে লাথি মেরে
লুটছে নেতা, আমলা ওই!
ছিঁচকে চুরির কঠোর সাজা
রেল চুরির বিচার কই?

সত্যি বলছি ভাই

অর্জুন দেবনাথ

পুঁজিবাদ গনবাদ
কান বাদ নেই ধার,
মিছিলে মিছিলে ছয়লাপ
যানজট একাকার।
রাস্তায় বন্দী
রুগী ও পোয়াতী
ধর্মঘট সার্থক বলে
ডাকে নেতা গলাটি।
মিটিংয়ে চাটান মারে
ডান বাম মধ্য,
স্বাধীনতা পেয়ে মোরা
ভুলে গেছি গদ্য।
নারী ও বেকার নিয়ে
যত কচ কচি
পার্লামেন্টে বাড়ে ফি
আর বাড়ে এ সি।
জনতা গাধা বনে
নেতাদের ভাষনে
মিলুক না মিলুক
চাল ডাল রেশনে।
এমন স্বাধীনতা
ছিল কি কাম্য
নীরবে কাঁদেন দেশে
নেতাজী শত বরেণ্য।
এই কথা বলে যদি
পড়ি আমি ফ্যাসাদে,
যেতে আমি রাজি আছি
লোহার গারদে।

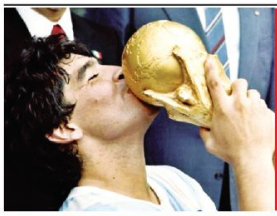

স্টেডিয়াম

ফুটবল ঈশ্বরের ঈশ্বরপ্রাপ্তি

১৯৮৬-র বিশ্বকাপ হাতে মারাদোনা

টাইগ্রে-একটা যুগের পরিসমাপ্তি হল। বেশ কিছুদিন অসুস্থ থাকার পর প্রয়াত হলেন বিশ্ব ফুটবলের রাজপুত্র দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা। বয়স হয়েছিল ৬০ বছর।

সম্প্রতি বুয়েনস এয়ার্সে তাঁর মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার হয়। এরপর তিনি ছিলেন রিহ্যাবে। ২৫ নভেম্বর সকালে তাঁর পারিবারিক সূত্রে জানানো হয়েছে, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি। ডাক্তারদের সব চেষ্টাকে ব্যর্থ করে বিশ্বজুড়ে অগণিত ভক্তদের কাঁদিয়ে চলে গেলেন মারাদোনা। বুয়েনস এয়ার্সের লানুসে ১৯৬০-এর ৩০ অক্টোবর জন্ম মারাদোনার। শৈশব কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে। বিশ্ব ফুটবলে মারাদোনা অবশ্যই সব থেকে বেশি আলোচিত ছিলেন মারাদোনা। ১৯৮৬ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তাঁর করা 'হ্যান্ড অফ গড' গোলের সৌজন্যে। আবার সেই ম্যাচে ইংল্যান্ডের পাঁচজন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে তাঁর করা গোল 'শতাব্দীর সেরা গোল'-এর সম্মান পায়।

মারাদোনার মৃত্যুর খবর পেয়ে শোকে ভেঙে পড়েন ফুটবল সম্রাট পেলে। তিনি টুইট করেন, 'আমার প্রিয় বন্ধুকে হারালাম। বিশ্ব হারাল এক কিংবদন্তিকে। অনেক কিছুই বলতে ইচ্ছে করছে, তবে এখন প্রার্থনা করি, ঈশ্বর ওর পরিবারকে এই শোক সামলে ওঠার শক্তি দিন। কোনও একদিন আকাশের বুকে আমরা একসঙ্গে ফুটবল খেলব।" তিনি চলে গেলেও থেকে যাবে সেই তর্ক—কে বড় ফুটবলার? পেলে না মারাদোনা। ৪৯১ ম্যাচ খেলে ২৫৯ গোল করা আর্জেন্টিনীয় একবার জনতার ভোটে হারিয়েও দিয়েছিলেন পেলেকে। কিন্তু ফিফা দুজনকেই সম্মানিত করে। মাত্র ১৬ বছর ১২০ দিন বয়সে আন্তর্জাতিক ফুটবলে আর্জেন্টিনার নীল-সাদা জার্সিতে অভিষেক ঘটে তাঁর। স্কিল, ড্রিবল, ক্ষিপ্রতা, বল নিয়ন্ত্রণে রাখা, দুরন্ত পাসিং-সব প্রতিভাই ছিল তাঁর মধ্যে। মাদকাসক্তি এবং অসংযমী জীবনযাপনও ক্রমশ গ্রাস করতে থাকে মারাদোনাকে। তিনি ছিলেন ফিদেল কাস্ত্রোর বিশেষ বন্ধু। পোপের কাছের মানুষ। মাদক কান্ডের পর মারাদোনার আর্জেন্টিনায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তখন ফিদেল কাস্ত্রোই তাঁকে ডেকে নিয়ে কিউবায় রাখেন এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন। দিয়েগো মারাদোনা মানেই দুটো চরিত্রের পাশাপাশি মিশেল। একজন ফুটবল মাঠের চমক আর অন্যজন বিতর্ক তৈরি করে যাবে। মারাদোনার মৃত্যু নেই। তিনি বছরের পর বছর লাখ লাখ ফুটবল প্রেমীর হৃদয়ে বিরাজমান থাকবেন।

প্রমীলা বিশ্বকাপ ভারতেই

নিজস্ব প্রতিনিধি-২০২২ সালে ভারতে মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৭ বিশ্বকাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা হবে। করোনার জন্য পিছিয়ে যায় এই প্রতিযোগিতা। ২০২০ সালের প্রতিযোগিতা বাতিল হয়েছে। ফিফা থেকে বলা হয়েছে, বিশ্ব জুড়ে করোনা সংক্রমণ এবং সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে ২০২২ সালে এই প্রতিযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডার্বি জিতল এটিকে মোহনবাগান

গোয়া-আই এস এল-র প্রথম ডার্বি জিতল এটিকে মোহনবাগান। এস সি ইস্টবেঙ্গলকে দু'গোলে হারাল মোহনবাগান। গোল দুটি করেছে রয় কৃষ্ণ এবং মনবীর সিং। দু'জন স্ট্রাইকারের অপূর্ব ছন্দে জয় পেল মোহনবাগান আর যোগ্য স্ট্রাইকারের অভাবেই হারতে হল ইস্টবেঙ্গলকে। কোচ হাবাসের ছক কাজে লাগল আর কোচ রবি ফাওলার ব্যর্থ হলেন।

ভারতের হার

সিডনি-সিরিজের প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ছয় উইকেটে ৩৭৪ রান করে। ভারতের রান ৮ উইকেটে ৩০৮। ৬৬ রানে পরাজিত হল ভারত। পরিসংখ্যান বলছে, সিডনি কখনই ভারতের পক্ষে পয়া মাঠ নয়। এই পর্যন্ত ষোলো বার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিডনির মাঠে খেলেছে ভারত। তারমধ্যে ১৪টা ওয়ান-ডে-তে হেরেছে ভারত। এবারেরটা নিয়ে সংখ্যাটা হল ১৫।

মুম্বই জিতল আই পি এল

জয়োল্লাস মুম্বই ইন্ডিয়ানসের

মুম্বই-১০ নভেম্বর ২০২০। দিনটা ছিল মুম্বইময়। এই নিয়ে পাঁচবার আই পি এল-এর মুকুট জয়। দুবাই যেন রোহিতময় হয়ে গিয়েছিল। ব্যাটিং এবং অধিনায়কত্বে দুটোতেই সেরা রোহিত শর্মা। দিল্লি ক্যাপিটালসের ১৫৬ রান তাড়া করে আট বল বাকি থাকতে, পাঁচ উইকেটে জিতে চ্যাম্পিয়ন হল মুম্বই। মহেন্দ্র সিং ধোনির পরে রোহিত শর্মা হল দ্বিতীয় ক্রিকেটার যে আই পি এলে ২০০টি ম্যাচ খেলে ফেললেন। ফাইনালে ম্যাচের সেরা হয়েছেন ট্রেন্ট বোল্ট। খেলার শুরুতেই দিল্লি ক্যাপিটালসের মাকার্স স্টোয়নিসকে ফিরিয়ে দিয়ে ম্যাচের রাশ দলের পক্ষে নিয়ে আসেন বোল্ট। রোহিত করেছেন ৫১ বলে ৬৮ রান। এই রানটাও একটা প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। রোহিত বুঝিয়ে দিলেন, ওর কোন চোট নেই। চোটের জন্য অস্ট্রেলিয়া সফরে সাদা বলের ক্রিকেটে রোহিতকে রাখা হয়নি। আই পি এলে ২৭ উইকেটের মালিক যশপ্রীত বুমরা। রাবাডার উইকেট সংখ্যা ৩০।

এবারের আই পি এল ফাইনালটা স্মরণীয় হয়ে থাকার অন্য একটা কারণও আছে। সেটা হল একজন

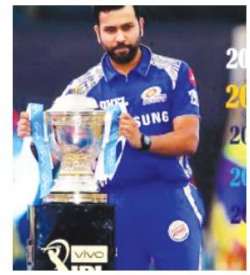

ক্রিকেটারের আত্মত্যাগ। সূর্যকুমার যাদব। অধিনায়ক রোহিতকে বাঁচাতে নিজে রান আউট হন। যদিও ভুলটা ছিল রোহিতের। টস জিতে দিল্লির অধিনায়ক শ্রেয়স ব্যাটিং নিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাটিংও ছিল আকর্ষনীয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য ম্যাচ জেতা হল না।

পদত্যাগ

নয়াদিল্লি-ভারতীয় অ্যাথলেটিক্স সংস্থার হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর ভোলকের হেরম্যান পদত্যাগ করলেন। তাঁকে ২০২৪ অলিম্পিক্স পর্যন্ত রেখে দেওয়ার নতুন চুক্তিও করা হয়েছিল। এরপরেও কেন তিনি পদত্যাগ করলেন তার কারণ জানা যায় নি। ২০১৯ সালে তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল।

নতুন ঘোষণা

সিডনি-নতুন বছরে নির্দিষ্ট সময়েই শুরু হতে চলেছে বছরের প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম টেনিস অস্ট্রেলীয় ওপেন। টেনিস অস্ট্রেলিয়ার প্রধান ক্রেগ টিলে জানিয়েছেন, দ্রুত প্রতিযোগিতা শুরুর তারিখও জানিয়ে দেওয়া হবে। খেলোয়াড়রা ডিসেম্বরের শেষদিকে অস্ট্রেলিয়া চলে এলে ১৪ দিনের নিভৃতবাসে থেকে খেলতে পারেন।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

কোভিড রুখতে সংগঠনের অভিন্ন প্রয়াস

স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড হাতে রয়েল ক্লাবের সদস্যদ্বয়

স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড পৌঁছল নবযুবক সংঘে

স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড সঙ্গে পাথুরিয়াঘাটা ব্যায়াম সমিতির সদস্যরা

নেতাজী তরুণ সংঘের মণ্ডপে স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড

বাবা ঠাকুরতলা সার্বজনীন কালীপূজায় শোভা পাচ্ছে স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড

মুরারিপুকুর আশার আলো পরিচালিত শ্যামাপূজায় পৌঁছে গেল স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড

বেনিয়াপুকুর যুবক সমিতির মণ্ডপে স্যানিটাইজার স্ট্যান্ড

কোভিডের সঙ্গে যুদ্ধ করতে স্ট্যান্ড হাতে নিউ ফাইট ক্লাবের সদস্যরা

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) বনিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) প্রদীপ পাত্র, ১৯) সৈকত মুখার্জি, ২০) সোনালি বিশ্বাস, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ দাস, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) সুমনা কর, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) নমিতা পাল, ৩৭) মধু শেঠ, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) পুলক শূর, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) সুবীর অধিকারী, ৫৬) সৌগত ভট্টাচার্য্য, ৫৭) সব্যসাচী বোস, ৫৮) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৯) অভিজিৎ মাহাতো, ৬০) ইরা দত্ত, ৬১) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬২) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬৩) তৃষ্ণা বসু, ৬৪) গৌতম শীল, ৬৫) লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৬) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৭) শ্যামল মুখার্জি, ৬৮) কমল মাইতি, ৬৯) চন্দন ঘোষ, ৭০) মোল্লা জামালউদ্দিন, ৭১) সুব্রত সাহা, ৭২) সুব্রত ঘোষ ৭৩) শীলা নন্দী।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.